প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, *১০ ডিসেম্বর, ২০০৬*

আসসালামু আলাইকুম।

আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে চাই।

এই উদ্দেশ্যেই এবছরের ১২ ফেব্রুয়ারি আমি জাতীয় সংসদে ১৪ দলের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রস্তাব দেই।

বিএনপি-জামাত জোট এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কারণ, তারা জানে, ৫ বছরের দুর্নীতি, দুঃশাসন, হাওয়া ভবনের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, সন্ত্রাস ও দলীয়করণের কারণে ইতিমধ্যেই জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে তাদের ভরাডুবি হবে। সেকারণে জনগণের মতামত নয়, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংকেই তারা একমাত্র সম্বল হিসাবে বেছে নিয়েছে। তারই অংশ হিসাবে এরা ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করার প্রস্তাবে রাজী হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আমি দল-মত নির্বিশেষে এদেশের প্রতিটি মানুষকে অভিনন্দন জানাতে চাই। নিজেদের ভোটের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের আন্দোলনের চাপেই কেএম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অপারগ হয়েছেন, সিইসি এম এ আজিজ ছুটি নিয়েছেন। বিএনপি-জামাতের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দুইটি চাল জনতা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

জনগণের আন্দোলনের চাপেই ভোটার তালিকা সংশোধন শুরু হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ ভোটার হওয়ার চেষ্টা করছে। এটিও জনগণের সাংবিধানিক অধিকার যা তারা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জন করেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের পক্ষ থেকে আমরা একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ১১ দফা করণীয় পেশ করেছিলাম। তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

পরবর্তীতে উপদেষ্টারা একটি প্যাকেজ প্রস্তাব দিয়েছেন। আমরা তা মেনে নেয়ার পরেও এখন পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি। বিএনপি-জামাত জোট নেত্রী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টাকে ব্যবহার করে নির্বাচন বানচালের জন্যই প্যাকেজ প্রস্তাব বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করেছেন। তার ডিকটেশনে প্রধান উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কনসেপ্টের বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

জনগণের স্বার্থে আমরা উপদেষ্টাদের কোন প্রস্তাবে রাজী হওয়ার সাথে সাথে জোটনেত্রী রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে সেই প্রস্তাব পাল্টে দেন।

এই প্রেক্ষাপটে গতকাল মাননীয় উপদেষ্টারা নতুন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার কথা বললে আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি, আলোচনার কোন দরকার নেই। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যা করার প্রয়োজন করুন। আমরা অবিলম্বে উপদেষ্টাদের প্যাকেজ প্রস্তাবের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চাই।

জনগন যখন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা যখন সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার সাথে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথের বাধাগুলো সরিয়ে দেয়ার কাজে ব্যস্ত তখন গতরাতে আকস্মিকভাবে রাষ্ট্রপতি তার একক সিদ্ধান্তে সারাদেশে সেনা মোতায়েন করেছেন।

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রধান উপদেষ্টার বিভিন্ন বাধা সত্ত্বেও উপদেষ্টারা যে আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছেন তা সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।

উপদেষ্টাদের অনুরোধে আমরা যখন বঙ্গভবন ঘেরাওসহ আন্দোলনের কর্মসূচী স্থগিত করেছি এবং ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার জন্য নেতা-কর্মীদের নিজ নিজ এলাকায় যেতে বলেছি তখন এমন কি পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে সেনা মোতায়েন করতে হবে?

আমাদের সেনাবাহিনী যখন শীতকালীন মহড়ার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত তখন তাদের সেই নিয়মিত মহড়াকে বন্ধ করে রাষ্ট্রপতি তাদেরকে পুলিশ ও বিডিআরের কাজ করার দায়িত্ব দিলেন কার স্বার্থে?

রাষ্ট্রপতি ভুলে গেছেন, ক্ষমতা কোন চিরস্থায়ী বিষয় নয়। কতোকাল তিনি বঙ্গভবনে থাকবেন? সংবিধান লংঘন করার দায় তিনি কোন অবস্থাতেই এড়াতে পারবেন না।

এর আগেও তিনি উপদেষ্টাদের কারো সাথে পরামর্শ না করে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের মহড়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিলেন।

কার নির্দেশে এবং কোন উদ্দেশ্যে তিনি এভাবে সেনাবাহিনীকে নিয়ে পুতুল খেলছেন?

বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতার ৫ বছরে রাষ্ট্রের তিনটি মূল প্রতিষ্ঠান, আইনসভা, প্রশাসন ও বিচারবিভাগকে ধ্বংস করেছে। এবার রাষ্ট্রপতিকে ব্যবহার করে দেশরক্ষার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীকেও বিতর্কিত করতে চাইছে।

রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৫৮ (গ) ধারার ৩, ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদ লংঘন করে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায় প্রদানের আগমূহূর্তে রায় স্থগিত করিয়েছেন। আদালতে ভাংচুর করিয়েছেন।

গতকাল সকল উপদেষ্টার মতামতকে অগ্রাহ্য করে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত দিয়ে উপদেষ্টাদেরও আস্থা হারিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রনালয় নিজের হাতে রেখে তিনি উপদেষ্টাদের কাজ করতে দিচ্ছেননা।

তিনি যদি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতেই বেশী উৎসাহী হন তাহলে প্রধান উপদেষ্টার পদটি ছেড়ে দিচ্ছেন না কেনো? তাকে অবিলম্বে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

মানুষ যখন ভোটার তালিকা সংশোধনে নেমে গেছে তখন রাষ্ট্রপতি বিএনপি-জামাতের ভোটচুরির ষড়যন্ত্র সফল করতে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সেনাবাহিনীকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর কৌশল নিয়েছেন।

সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

ক্ষমতার ৫ বছরে বিএনপি-জামাত জোট দুর্নীতি করে হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে। ভাঙ্গা স্যুটকেস ও ছেঁড়া গেঞ্জির পরিবার দেশের একনম্বর লুটেরা ধনী পরিবারে পরিণত হয়েছে।

এই চোরদের পাহারা দেয়া, চুরি করা সম্পদের হেফাজত করা আর ভবিষ্যতে আরো চুরির সুযোগ করে দেয়া সেনাবাহিনীর কাজ নয়।

৫ বছরে কতিপয় দুর্বৃত্ত ও লুটেরার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলায়নি। বরং, জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির কারনে প্রতিটি পরিবার দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে।

সৎভাবে অর্জিত বেতন দিয়ে যে সেনাসদস্য পরিবার নিয়ে কষ্ট করে জীবনযাপন করে তার পরিবারের সদস্যরা নিজের চোখে দেখেছে, কিভাবে রাতারাতি কতিপয় ব্যক্তি ও পরিবার আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, অবৈধভাবে অর্জিত টাকায় স্ফুর্তি করছে।

২০০১ সালে প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা রক্ষাবাহিনীকে ব্যবহার করে, ধোঁকা দিয়ে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসেছিলো।

তাদের বলতে চাই, নিজের পরিবারের দিকে তাকান। দুর্নীতিবাজদের সম্পদের দিকে তাকান। তাহলেই হিসাব মিলে যাবে।

সেনাবাহিনীর প্রতি আমার আহবান, বিএনপি-জামাতের তৈরি করা তালিকা নয়। গত ৫ বছরে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে নিজের বিবেক দিয়ে সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের তালিকা করুন। তাদের গ্রেফতার করুন। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন।

আমি জানি, গত ৫ বছরের ধারাবাহিকতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও বিএনপি-জামাতের দলীয় দুএকটি পত্রিকা ছাড়া তাদেরকে অন্য কোন পত্রিকা পড়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছেনা। তারপরেও আপনারাতো এই দেশেরই সন্তান। বেসামরিক জনগণ আপনাদেরই ভাই, বাবা,বন্ধু বা স্বজন।

নিজের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করুন, তারাই বলে দেবে কারা সন্ত্রাসী, কারা দুর্নীতিবাজ, কারা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে মানুষের পকেট থেকে ২ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে।

বাঙালির বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের ধরলে জনগণই আপনাদের বাহবা দিবে। চোরদের রক্ষা করতে চাইলে মানুষ আপনাদের পছন্দ করবে না।

আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল, জাতীয় পার্টি, এলডিপি, জাকের পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোটসহ আন্দোলনরত অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন-হুমকি বরদাশত্ করা হবে না।

আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের নেতা-কর্মী ও দল-মত নির্বিশেষে জনগণের প্রতি আমার আহবান, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করুন।

আমরা আগেই বলেছিলাম, এই নির্বাচন কমিশন দ্বারা একটি ক্রটিমুক্ত ও সঠিক ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা সম্ভব নয়। ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম ও ক্রটি আছে যা কয়েকদিনের মধ্যে সংশোধন করা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি, বিভিন্ন স্থানে নানা অজুহাতে ভোটার হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে না। যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য তাদের নাম অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

ইতোমধ্যেই ৯০ দিনের মধ্যে ৪৩ দিন কালক্ষেপন করে নষ্ট করা হয়েছে।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। কোরধরণের গাফিলতি বরদাশত্ করা হবে না।

আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই।

সেকারণেই, জনগণের প্রতি আহবান - মানুষের ভোটের অধিকার রক্ষার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। ডাক দেয়া মাত্র বঙ্গভবন ঘেরাও করার জন্য যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে জাতির জনক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের কৃষক-শ্রমিক-পেশাজীবী-সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর ঐক্যবদ্ধ হয়ে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছিলো স্বাধীনতার রক্তলাল সূর্য।

ইনশাল্লাহ্ ২০০৬ সালের ডিসেম্বর হবে স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ভোটের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের বিজয়ের মাস।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।